যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ......

তৃণমূলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন পরিকল্পনা সরকারের

সংসদ রিপোর্টার

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে প্রতি বছর বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ এবং ওই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান, শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা দেশে (প্রাথমিক স্তরে) পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী চালু করা এবং প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সোমবার জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দফতরি-কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারিকরণ, বর্তমান সরকারের আমলে নতুন সৃষ্ট পদসহ বিভিন্ন শূন্যপদের বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতন ধাপ বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ১৪৮টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, পিইডিপি-৩'র আওতায় অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও মেরামত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৪৮৬টি উপজেলায় ৭৭ লাখ ৮৭ হাজার সুবিধাভোগীর মধ্যে ৯০১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা বিতরণ, ওই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে আগামী জুলাই থেকে দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর পরিবার উপবৃত্তি সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।

দেশের ৯৩টি উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৪ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিদিন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ প্যাকেট বিস্কুট সরবরাহ করা হয় বলে জানান মন্ত্রী। কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি বা ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়েছে এমন সব অতিদরিদ্র পরিবারের ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আনন্দ স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

ভাগ্যহত, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্য উন্নয়নে প্রয়াসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ৯১টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানান গণশিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, পিইডিপি-৩'র অবশিষ্ট মেয়াদে দেশের ৬টি জেলার এক লাখ বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুকে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, হুইল চেয়ার ও ক্র্যাচের জন্য অর্থ প্রদান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য চশমা এবং শ্রবণ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

তৃণমূলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবন্ধীদের জন্য হিয়ারিং এইড, অটিস্টিক শিশুদের সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্কুল হেলথ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে চলমান রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন, এসএমসি ও পিটিএ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান এবং স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিয়মিত উঠোন বৈঠক, মা সমাবেশ, হোম ভিজিট ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' [illegible] কার্যক্রম শুরু করা এবং শিক্ষক কর্মকর্তাদের [illegible] দেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী বলেন, সরকার দেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে বর্তমানে 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, নিরক্ষর বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা কার্যালয় ভবন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

প্রাথমিকে ৬০ হাজার ৬৯৮ শিক্ষকের পদ শূন্য : আখম জাহাঙ্গীর হোসাইনের প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬০ হাজার ৬৯৮ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। যার মধ্যে ১৬ হাজার ৬০৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ (সরকারি ৮ হাজার ৩৪৮টি, জাতীয়করণকৃত ২৩ হাজার ১৮টি) এবং ৪৪ হাজার ৯৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ (সরকারি ২৩ হাজার ৬৬৯, জাতীয়করণকৃত ২০ হাজার ৪২৬টি)। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের মোট পদ ৬০ হাজার ৬৯৫টি (সরকারি ৩৭ হাজার ৬৭৭টি, জাতীয়করণকৃত ২৩ হাজার ১৮টি) ও সহকারী শিক্ষকের পদ ৩ লাখ ১৯ হাজার ৮৫১টি। (সরকারি ২ লাখ ২৮ হাজার ১৫১, জাতীয়করণকৃত ৯১ হাজার ৭০০টি)।

মন্ত্রী বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে পিএসসির ছক ও চেক লিস্ট অনুযায়ী ৬৪ জেলায় শিক্ষকের গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে। এছাড়া পিএসসির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য সভা হয়েছে। বিষয়টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের তিন ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। তিন ধাপে মোট ৩৫ হাজার ৪৩৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে যেসব শূন্য পদ রয়েছে সেগুলো মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সদ্য জাতীয়করণকৃত) শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মামুনুর রশীদ কিরনের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী ও প্রাথমিক শেণীর জন্য সৃষ্ট সহকারী শিক্ষক পদে মোট ৫৫ হাজার ৫৯ জন নিয়োগ করা হয়েছে। গত ৬ বছরে বেসরকারি ও রেজিস্টার্ড ২৬ হাজার [illegible]টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় এনে ১ লাখ ৩ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে।

নির্দেশিকা চূড়ান্তের পরই নতুন এমপিওভুক্তি : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নির্দেশিকার সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন এমপিওভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বেগম পিনু খানের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বর্তমানে দেশে ২৬ হাজার ৮৪টি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নির্দেশিকার সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীকালে এটি সংশোধনের জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর নির্দেশিকাটি শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে।

ভবনবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ হবে : ডা. মো. এনামুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নেই সেখানে চলতি অর্থবছরে ভবন নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

এতিমখানায় কারিগরি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক : বেসরকারি এতিমখানায় কারিগরি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ। মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারি শিশুপরিবারে অবস্থানরতদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পাঁচটি প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।